"মিষ্টি বাচ্চারা - হিয়ার নো ইভিল - এখানে তোমরা সৎসঙ্গে বসে আছো, তোমরা মায়াবী কুসঙ্গে যাবে না, কুসঙ্গে গেলেই সংশয়ের রূপে ঝিমুনি আসে"

*প্রশ্নঃ - এই সময় কোনো মানুষকেই স্পিরিচ্যুয়াল বলা যাবে না - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা সকলেই দেহ - অভিমানী । দেহ - অভিমানীদের কিভাবে স্পিরিচ্যুয়াল বলা যেতে পারে । স্পিরিচ্যুয়াল বাবা তো একজনই নিরাকার বাবা, যিনি তোমাদেরও দেহী - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা দেন । সুপ্রীম টাইটেলও এক বাবাকেই দেওয়া যেতে পারে, বাবা ছাড়া আর কাউকেই সুপ্রীম বলা যাবে না ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে বসো, তখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের বাবাও, টিচারও আবার সদ্গুরুও । এই তিনেরই প্রয়োজন হয় । প্রথমে বাবা, তারপর পড়ানোর জন্য টিচার, আর তারপরে হলেন সদ্গুরু । এখানে স্মরণও এইভাবে করতে হবে, কেননা এ তো নতুন কথা, তাই না । তিনি অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ সকলের পিতা । এখানে যেই আসবে তাকে বলা হবে, এই কথা স্মৃতিতে রাখো । এতে কারোর যদি সংশয় থাকে, তাহলে হাত তোলো । এ তো অতি আশ্চর্যের কথা, তাই না । জন্ম - জন্মান্তর তোমরা এমন কাউকে পেয়েছো কি, যাঁকে তোমরা বাবা - টিচার এবং সদগুরু মনে করতে পারো । সেও আবার সুপ্রীম । অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের টিচার এবং অসীম জগতের সদ্গুরু । এমন কাউকে কখনো পেয়েছো কি? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া কখনো তাঁকে পাওয়া যায় না । এতে কারোর যদি কোনো সংশয় থাকে তাহলে হাত তোলো । এখানে সকলেই নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বসে আছে । এই তিনই হলো মুখ্য । অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের জ্ঞানই প্রদান করবেন । অসীম জগতের জ্ঞান তো এই একটাই । জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা অনেক পড়ে এসেছো । কেউ উকিল হয়, কেউ সার্জেন হয়, কেননা এখানে তো ডাক্তার, জজ, উকিল ইত্যাদি সবেরই প্রয়োজন । ওখানে তো এসবের দরকার নেই । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । তাই বাবা এখন বসে বাচ্চাদের অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করছেন । অসীম জগতের বাবাই এই অসীম জগতের শিক্ষা প্রদান করেন, তারপর অর্ধেক কল্প তোমাদের কোনো শিক্ষা গ্রহণের দরকার হয় না । তোমরা একইবার এই শিক্ষা পাও, যা ২১ জন্মের জন্য ফলিভূত হয়, অর্থাৎ তার ফল পাওয়া যায় । ওখানে তো ডাক্তার, ব্যারিস্টার, জজ্ ইত্যাদি থাকে না । এ তো নিশ্চিত, তাই না । বরাবর তো এমনই, তাই না ? ওখানে কোনো দুঃখ থাকে না । কর্মভোগও থাকে না । বাবা বসে তোমাদের কর্মের গতি বোঝান । যাঁরা গীতা পাঠ করেন, তাঁরা কি এমন কথা বলেন? বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । ওখানে তো লিখে দিয়েছে - কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, কিন্তু ওরা হলো দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । শিববাবা তো কোনো নাম ধারণ করেন না । তাঁর দ্বিতীয় কোনো নাম নেই । বাবা বলেন যে, আমি এই শরীর ধার হিসাবে নিই । এই শরীর রূপী গৃহ আমার নয়, এও এনার (ব্রহ্মার) । জানলা দরজা (চোখ-মুখ) সবই আছে এখানে । বাবা তাই বোঝান, আমি তোমাদের এই অসীম জগতের বাবা, অর্থাৎ সকল আত্মার পিতা, আমি আত্মাদেরই পড়াই । এঁকে বলা হয় আধ্যাত্মিক পিতা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, আর কাউকেই আত্মাদের পিতা বলা হবে না । বাচ্চারা, তোমরা এখানে জানতে পারো, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । এখন তোমাদের স্পিরিচ্যুয়াল কনফারেন্স হচ্ছে । বাস্তবে স্পিরিচ্যুয়াল কনফারেন্স তো হয়ই না । ওরা তো প্রকৃত স্পিরিচ্যুয়াল নয় । সকলেই দেহের ভাবে আবদ্ধ । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা দেহী - অভিমানী ভব । দেহের অহংকার ত্যাগ করো । এমন কেউ বলবেই না । স্পিরিচ্যুয়াল শব্দের প্রয়োগ এখনই হয় । আগে রিলিজিয়াস কনফারেন্স বলা হতো । স্পিরিচ্যুয়াল এর অর্থ কেউই বোঝে না । স্পিরিচ্যুয়াল ফাদার অর্থাৎ নিরাকারী ফাদার । তোমরা আত্মারাই হলে স্পিরিচ্যুয়াল সন্তান । স্পিরিচ্যুয়াল ফাদার এসে তোমাদেরকে পড়ান । এই বুদ্ধি বা জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই হবে না । বাবা নিজে বসেই বলেন যে, আমি কে । গীতাতে এই কথা নেই । আমি তোমাদের অসীম জগতের জ্ঞান দান করি । এখানে উকিল, জজ, সার্জেন ইত্যাদির প্রয়োজন নেই কেননা ওখানে তো কেবল সুখই সুখ । ওখানে দুঃখের নাম - নিশানা নেই । এখানে আবার সুখের নাম - নিশানা নেই, একে বলা হয় প্রায় লোপ অবস্থা । সুখ তো কাক - বিষ্ঠার সমান । সামান্যতম সুখ যারা পায় তারা অসীম জাগতিক সুখের নলেজ কিভাবে দিতে পারবে । পূর্বে যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন ১০০ ভাগ সত্যতা ছিলো । এখন তো মিথ্যাই মিথ্যা ।

এ হলো অসীম জগতের নলেজ । তোমরা জানো যে, এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, যার বীজ রূপ হলাম আমি । তাঁর মধ্যে বৃক্ষের সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে । মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান নেই । আমি হলাম চৈতন্য বীজ রূপ । আমাকে বলে জ্ঞানের সাগর ।

জ্ঞানের দ্বারা এক সেকেণ্ডেই গতি - সদগতি হয় । আমি হলাম সকলের বাবা । বাচ্চারা, তোমরা আমাকে চিনতে পারলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যাও, তবুও এ তো রাজধানী, স্বর্গেও তো নম্বরের ক্রমানুসারে অনেক পদই আছে । বাবা তোমাদের একই পাঠ পড়ান । যারা পাঠ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে নম্বরের ক্রম তো থাকেই । এতে আর কোনো পড়ার প্রয়োজন থাকে না । ওখানে কেউই অসুস্থ হয় না । পাই পয়সা উপার্জনের জন্য কেউ পড়ে না । তোমরা এখান থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়ে যাও । ওখানে এই কথা জানতেই পারবে না যে, এই পদ আমাদের কে দিয়েছে । এ কথা তোমরা এখনই বুঝতে পারো । জাগতিক জ্ঞান তো তোমরা পড়েই এসেছো । এখন অসীম জগতের নলেজ যিনি পড়ান, তাঁকে দেখে নিয়েছি, জেনে নিয়েছি । তোমরা জানতে পেরেছো, বাবা যেমন বাবাও, আবার টিচারও, তিনি এসে আমাদের পড়ান । তিনি সুপ্রীম টিচার, তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান । তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু । এ হলো অসীম জাগতিক রাজযোগ । ওরা ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারিই শেখাবে, কেননা এই দুনিয়াই হলো দুঃখের। ওইসব হলো জাগতিক পড়া আর এ হলো অসীম জগতের পাঠ । বাবা তোমাদের অসীম জগতের এই পাঠ পড়ান । তোমরা এই কথাও জানো যে, বাবা, টিচার, সদগুরু কল্প - কল্প আসেন আর তখন সত্য এবং ত্রেতা যুগের জন্য এই পাঠ পড়ান । এরপর প্রায় লোপ হয়ে যায় । ড্রামা অনুসারে সুখের প্রালব্ধ সম্পূর্ণ হয়ে যায় । অসীম জগতের বাবা বসে এই কথা বোঝান, তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় কৃষ্ণকে কি "ত্বমেব মাতা চ পিতা" বা পতিত পাবন বলা হবে কি? এর পদ আর ওনার পদের মধ্যে রাতদিনের তফাৎ । বাবা এখন বলছেন, আমাকে চিনতে পারলে তোমরা এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেতে পারো । এখন যদি কৃষ্ণ ভগবান হতো, তাহলে যে কেউই ঝট করে চিনতে পারতো । কৃষ্ণের জন্ম কোনো দিব্য বা অলৌকিক এমন কোনো মহিমা নেই । কেবল পবিত্রতার মহিমা হয় । বাবা তো কারোর গর্ভ থেকে বের হন না । তিনি মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক সন্তানদের বোঝান, আত্মারাই এই পাঠ গ্রহণ করে । সংস্কার ভালো বা মন্দ, তা আত্মার মধ্যেই থাকে । আত্মা যেই অনুসারে কর্ম করে, সেই অনুসারে শরীর প্রাপ্ত হয় । কেউ কেউ অনেক দুঃখ ভোগ করে, কেউ আবার অন্ধ বা বধির হয় । মানুষ বলবে, পাস্টে এমন কর্ম করেছে, তার এই ফল । আত্মা কর্ম অনুসারেই রোগী শরীর ইত্যাদি প্রাপ্ত করে ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে - আমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন গড ফাদার । গড টিচার, গড প্রিসেপ্টর । তাঁকে বলা হয় গড পরম আত্মা । তাকে মিলিয়েই পরমাত্মা বলা হয়, সুপ্রীম সোল । ব্রহ্মাকে তো সুপ্রীম বলা হবে না । সুপ্রীম অর্থাৎ উঁচুর থেকেও উঁচু, পবিত্রর থেকেও পবিত্র । পদ তো প্রত্যেকেরই পৃথক । কৃষ্ণের যে পদ তা অন্য কেউই পেতে পারে না । লৌকিকেও প্রধানমন্ত্রীর পদ অন্য কাউকে দেওয়াই হবে না । বাবার পদও আলাদা । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের পদও আলাদা । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর হলেন দেবতা, শিব হলেন পরমাত্মা । দুজনকে মিলিয়ে শিবশঙ্কর কিভাবে বলা হবে? দুজনেই তো আলাদা । মানুষ না বোঝার কারণে শিব শঙ্করকে এক বলে দেয় । নামও এমন রেখে দেয় । এই সব কথা বাবা এসেই বোঝান । তোমরা জানো যে, ইনি হলেন বাবা, আবার টিচার এবং সদগুরুও । প্রত্যেক মানুষেরই বাবাও থাকেন, আবার টিচারও থাকেন আবার সদগুরুও থাকেন । মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন গুরু করে । আজকাল তো ছোটো অবস্থাতেও গুরু করে দেয়, তারা মনে করে, গুরু যদি না করা হয়, তাহলে অবজ্ঞা হয়ে যাবে । পূর্বে ৬০ বছরের পরে গুরু করা হতো । সে হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা । নির্বাণ অর্থাৎ বাণীর ঊর্ধ্বে মিষ্টি সাইলেন্স হোম, যেখানে যাওয়ার জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প পরিশ্রম করেছো, কিন্তু তা কোথায় কেউই জানতো না। তাই যেতেও পারতো না । কিভাবে কাউকে রাস্তা বলে দেবে? ওই একজন ছাড়া কেউই তো পথ বলে দিতে পারে না । সকলের বুদ্ধি তো একরকম হয় না । কেউ যেমন শুধুই কথকথা শোনে, লাভ কিছুই নেই । উন্নতিও কিছুই হয় না । তোমরা এখন বাগানের ফুল তৈরী হচ্ছো । তোমরা ফুল থেকে কাঁটা হয়েছিলে, বাবা আবার তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করছেন । তোমরাই পূজ্য ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো । ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান পতিত হয়ে গেছো । বাবা তোমাদের সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলেছেন । এখন আবার কি করে পতিত থেকে পবিত্র হবে, এ কেউই জানে না । মানুষ এমন গানও গায়, পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও, তাহলে কেন জলের নদী, সাগর ইত্যাদিকে পতিত - পাবন মনে করে সেখানে গিয়ে স্নান করে । গঙ্গাকে তারা পতিত পাবনী বলে দেয়, কিন্তু নদী কোথা থেকে নির্গত হয়েছে? সাগর থেকেই তো বের হয়, তাই না । তাহলে এ সবই সাগরের সন্তান তাই প্রত্যেকটি কথাই খুব ভালো করে বোঝার ।

বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা সৎসঙ্গে বসে আছো । বাইরে কুসঙ্গে যদি তোমরা যাও তাহলে তোমাদের অনেক উল্টো কথা শোনাবে । তখন এইসব কথা ভুলে যাবে । কুসঙ্গে গেলে তোমরা ঝিমাতে থাকো, তখনই সংশয় এসেছে জানতে পারা যায়, কিন্তু এই কথা তো ভুলে যাওয়া উচিত নয় । আমাদের বাবা অসীম জগতের বাবা, তিনি টিচারও, তিনিই পার করে দেন, এই নিশ্চয়তার সঙ্গেই তোমরা এখানে এসেছো । ওইসব হলো দেহের জন্য লৌকিক পড়া, লৌকিক ভাষা । এ হলো অলৌকিক । বাবা বলেন যে, আমার জন্মও অলৌকিক । আমি শরীরের ধার নিই । এই পুরানো জুতো ধারণ করি । সে-ই

অনেক পুরানো, সবথেকে পুরানো এই শরীর রূপী জুতো । বাবা যার দেহের আধার নিয়েছেন, তাঁকে লং বুট বলা হয় । এ কতো সহজ কথা । এ তো ভোলার কথা নয়, কিন্তু মায়া এতো সহজ কথাও ভুলিয়ে দেয় । বাবা যেমন বাবাও, তিনি আবার অসীম জগতের শিক্ষা দানকারী, যে শিক্ষা আর কেউই দিতে পারে না । বাবা বলেন, তোমরা প্রচেষ্টা করে দেখো, কোথা থেকে এই শিক্ষা পাবে । সকলেই হলো মানুষ । তারা তো এই জ্ঞান দিতেই পারবে না । ভগবান একই রথ নেন, যাঁকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যাঁকে পদমাপদম ভাগ্যশালী বানানোর জন্য বাবা প্রবেশ করেন । ইনি হলেন সম্পূর্ণ কাছের দানা । ইনিই ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হন । শিববাবা যেমন এনাকে বানান, তোমাদেরও এনার দ্বারা বিশ্বের মালিক বানান । রাজত্ব স্থাপনের কারণে এখানে বিষ্ণুর সম্পূর্ণ স্থাপনা হয়, একেই বলা হয় রাজযোগ । এখন তো এখানে সবাই শুনছে, কিন্তু বাবা জানেন, অনেকের কান দিয়েই তা বেরিয়ে যায়, কেউ যদি ধারণ করে, তবেই অন্যদের শোনাতে পারে । এদেরই মহারথী বলা হয় । এরা নিজেরা শুনে তা ধারণ করে, অন্যদেরও আগ্রহের সঙ্গে আনন্দ করে বোঝায় । বোঝানোর জন্য যদি মহারথী থাকে, তাহলে ঝট করে বুঝতে পারবে । ঘোড়সওয়ারের থেকে কম বুঝতে পারে, পেয়াদাদের থেকে আরো কম বুঝতে পারে । বাবা তো একথা জানেনই যে, কে মহারথী আর কে ঘোড়সওয়ার । এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই, কিন্তু বাবা দেখেন যে, কোনো - কোনো বাচ্চা দ্বিধায় পড়ে যায় তখন ঝিমাতে থাকে । তারা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । উপার্জনের সময় কখনো ঝিমুনি আসে কি? তোমরা ঝিমাতে থাকলে কিভাবে ধারণা হবে? হাই তোলা দেখে বাবা বুঝতে পারেন যে, এ পরিশ্রান্ত । এই উপার্জনে কখনোই পরিশ্রম হয় না । হাই তোলা হলো উদাস থাকার নিদর্শন । কোনো না কোনো বিষয়ে ভিতরে ভিতরে যারা বিচলিত থাকে, তাদেরই বেশি হাই আসে । তোমরা এখন বাবার ঘরে বসে আছো, তাই এখানে পরিবারও আছে, টিচারও এখানে হয় আবার পথ বলে দেওয়ার জন্য গুরুও এখনেই হয় । এনাকে মাস্টার গুরু বলা হয় । তাই এখন বাবার রাইট হ্যান্ড তো হতে হবে, তাই না, যাতে তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজই লাভদায়ক নয় । সকলের উপার্জনই শেষ হয়ে যায় । এই নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ বাবাই শেখান । তাই তোমাদের কোন পাঠ পড়ার প্রয়োজন । যার কাছে অনেক অর্থ আছে, সে মনে করে এখানেই স্বর্গ । বাপু গান্ধী রামরাজ্য স্থাপন করেছিলেন কি? আরে, এই দুনিয়া তো পুরানো, তমোপ্রধান, এখানে দুঃখ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে কিভাবে রামরাজ্য বলা হবে । মানুষ কতো অবুঝ । এই অবুঝদেরই তমোপ্রধান বলা হয় । বুঝদারদের বলা হয় সতোপ্রধান । এই চক্র ঘুরতেই থাকে, এতে বাবাকে প্রশ্ন করার কিছুই নেই । বাবার কর্তব্য হলো রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান প্রদান করা । তিনি তো তা দিতেই থাকেন । তিনি মুরলীতে সবই বোঝাতে থাকেন । এতে সমস্ত কথারই রেসপন্স পাওয়া যায় । বাকি তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে? বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবেন না, তাহলে কিভাবে জিজ্ঞেস করবে । এ কথাও তোমরা বোর্ডে লিখতে পারো - ২১ জন্মের জন্য এভার হেলদি, এভার ওয়েলদি হতে হলে এখানে এসে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যা শোনান, তা শুনে খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । অন্যকে আগ্রহের সঙ্গে শোনাতে হবে । এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না । উপার্জনের সময় কখনো হাই তুলবে না ।

২) বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে অনেকের কল্যাণ করতে হবে । নর থেকে নারায়ণ বানানোর কাজ করতে হবে ।

বরদানঃ- কারোর ব্যর্থ সমাচার শুনে ইন্টারেস্ট বৃদ্ধি করার পরিবর্তে ফুলস্টপ লাগিয়ে পরমত থেকে মুক্ত ভব

কিছু বাচ্চা চলতে-চলতে শ্রীমতের সাথে আত্মাদের পরমত মিক্স করে দেয়। যখন কোনও ব্রাহ্মণ, সংসারের সমাচার শোনায়, তখন তারা সেই সমাচার খুব ইন্টারেস্টের সাথে শোনে। করতে কিছু পারে না, কিন্তু শুনে নেয়, ফলে সেই সমাচার বুদ্ধিতে চলে যায়, তারপর টাইম ওয়েস্ট হতে থাকে। সেইজন্য বাবার আজ্ঞা হল শুনেও শুনবে না। যদি কেউ শুনিয়েও দেয় তাহলে তোমরা ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। যে ব্যক্তির থেকে শুনেছো তার প্রতি দৃষ্টি বা সংকল্পেও ঘৃণাভাব আসবে না, তখন বলা হবে পরমত থেকে মুক্ত।

স্লোগানঃ- যার বিশাল হৃদয় তার স্বপ্নেও লৌকিকের সংস্কার ইমার্জ হতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;